



## অনাপত্তি সনদ (NOC)

(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)

১০ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ  
ওয়েবসাইট: www.bpdb.gov.bd

স্মারক নং ১০২০

তারিখ: ০৪।২।২০২৩

বিষয়: জনাব মেঝে শক্তিশালী বৃহস্পতি এন্ড প্রোডাকচার্স পিতা/স্থামী প্রফেসর আব্দুল হামিদ  
এর পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনাব মেঝে শক্তিশালী বৃহস্পতি এন্ড প্রোডাকচার্স, অফিসিয়েল প্রফেসর আব্দুল হামিদ, কার্যালয়ে  
স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দার্শনিক পরিচিতি নম্বর ০৪৬৭৬), গুরুচান রোড পদে  
নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে/হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ কোন তথ্য নেই।

০২। বর্তমান ঠিকানা : গুরুচান রোড অবস্থান ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রফেসর আব্দুল হামিদ  
কলকাতা-মুম্বাই রোড (কলকাতা থেকে ১০ কিমি)  
কলকাতামুম্বাই রোড, কলকাতা - ৭০০০

০৩। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ২৯২০২৮৬৬০০৫

০৪। অবসর গ্রহণের তারিখ : ২৪।০২।২০২৪

০৫। আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্থামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নীচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (টিক দিন)	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর
০১.	মেঝে শক্তিশালী বৃহস্পতি এন্ড	স্থামী: <input type="checkbox"/> স্ত্রী: <input checked="" type="checkbox"/>	০৬।০৬।১৯৭০	৬২৭০২৪৬৬০০৫
০২.	মেঝে শক্তিশালী বৃহস্পতি এন্ড	পুত্র: <input checked="" type="checkbox"/> কন্যা: <input checked="" type="checkbox"/>	০৫।০৩।১৯৯০ ২০।১২।১৯৯৫	৬২৬৬০১৫২৫৫ ৭৭৬৬৫৪৬৫৫

০৬। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে/তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭। অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।



এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তা

নামসহ সীল।

(মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/

বিভাগ/কর্পোরেশন

এর প্রধান কর্মকর্তা/জেলার

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর

:

৫৪।২।২।২।

নাম

:

পোষ্টার্স রাব্বানী

পরিচিতি নং-০২-০০৬২

পরিচালক

সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর

বিউরো, ঢাকা।

পদবি

:

টেলিফোন নম্বর

:

ই-মেইল

:

ওয়েবসাইট

:

প্রাপক

পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,

ঘৃন্তবয়স্ত, ২০২৩।